দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

15

দৈনিক
ইত্তেফাক
বুধবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৯৪

কলেজের অনিয়মিত বেতন

ষাটটি কলেজের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী গত জুন মাস হইতে বেতন পাইতেছেন না। সবগুলি কলেজই সরকারী এবং সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত। যেসব কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী অনিয়মিত বেতনের শিকার, নবীনগর কলেজ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজ উহার মধ্যে অন্যতম। এইসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারিগণ গত ঈদ করিতে পারেন নাই, চলতি পূজা উৎসবও হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে।

অনিয়মিত বেতন জীবনের গ্লানি কি পরিমাণ বাড়ায় তাহা অনুমানের নয়—অনুভূতির ব্যাপার। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মুখে জীবন এমনি দুর্বিষহ। বাঁধা আয়ের মানুষের জীবন-জ্বালা বর্ণনার অতীত। মাঝে মধ্যে বেতন-ভাতা বাড়ানো হইলেও কার্যতঃ প্রকৃত আয় বাড়ে না। দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি খরচের মাত্রা দশ টাকা বাড়াইয়া তোলে। এই শ্রেণীর কর্মচারী মাস শেষে যে বেতন পান তাহাতে দশ দিনও চলে না। উহার পরই শুরু হয় ধার-দেনা। তাই বাজার ও দোকানপাট হইতে বাকীতে যে জিনিস ক্রয় করা হয়, সাধারণতঃ উহা মাসের শুরুতে পরিশোধ করার কথা। কোন কারণে ব্যতিক্রম ঘটিলেই নানা অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িতে হয়। বন্যায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়াছে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ আয় কম। বন্যার আগে যদিবা কিছু বিকল্প আয় ছিল, এখন তাহাও নাই। বহু অভিভাবক প্রাইভেট টিউটর বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। জীবন রক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের ব্যর্থতা উহার মূল। দোকানপাট বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ হইতেও ধার-দেনা সংগ্রহ করার পথ সঙ্কুচিত। যে দোকানী আগে ১০০ টাকার জিনিস ধারে বিক্রি করিতে আপত্তি করিত না, এখন সে ১০ টাকার জিনিসও দিতে চায় না। উহার কারণ, তাহার নিজের সংকট ও ধার পরিশোধের অনিশ্চয়তা। যে শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন প্রাপ্তির ঠিক-ঠিকানা নাই, তাঁহাকে ধার দেবে কে? ফলে অনিয়মিত বেতনের শিকার শিক্ষক-কর্মচারীরা আজ সত্যি সত্যি নিদারুণ সংকটগ্রস্ত।

জুন মাস হইতে বেতন না পাওয়ার প্রধান কারণ আনুষ্ঠানিকতা। বেসরকারী কলেজকে সরকারী কলেজে পরিণত করার পর বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় খরচের জন্য কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করিতে হয়। এইজন্য এক দফতর হইতে অন্য দফতরে, এক অফিস হইতে অন্য অফিসে ফাইলপত্র চালা-চালি করিতে হয়। জানা যায়, ফাইলপত্রের এই ছুটাছুটি নানা কারণে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। দেই-দিতেছি করিয়া সময়মত ফাইলপত্র ডিসপোজ আশা করা হইতেছে না। ইহাছাড়া সবার জানা অথচ গোপন একটি ব্যাপারও রহিয়াছে। যাহার জন্য একদিনের কাজ এক মাস দেরী হইয়া যায়। পরিণতি ভোগ করিতে হয় প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকদের এবং পরোক্ষে ছাত্র তথা জাতিকে। কারণ, শিক্ষা দেওয়ার জন্য মানসিক স্বস্তি প্রয়োজন। কর্ম-জীবনে প্রেরণার তরঙ্গ যদি কোনভাবে আহত হয়, তাহা হইলে মহৎ ও সৃষ্টিশীল কাজ পাত্তাই পায় না। সবকিছু তখন যান্ত্রিক হইয়া পড়ে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই। যে শিক্ষক কর্মচারীরা নিজেরাই স্বস্তিহীন তাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তম শিক্ষা দিবেন কি করিয়া। যদি না দিতে পারেন তাহা হইলে শুধু কি ছাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—না দেশও। তাই বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষীয় দৃষ্টি শিক্ষক-কর্মচারীদের বিড়ম্বনা দূর করার সহায়ক হইবে।